

প্রশ্ন

আমানত কী? আমানতের খয়োনতকারীর শাস্তি কী? সে কীভাবে তাওবাহ করবে? এই সব কছির স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীলসমূহ কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে আমানতের দুটি অর্থ আছে: একটি ব্যাপক অর্থ। অন্যটি বিশেষ অর্থ।

সাধারণ তথা ব্যাপক অর্থে আমানত শরীয়তের সকল আদেশ-নষিধেকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর পক্ষে দলীল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“আমরা তো আসমান, যমীন ও পর্বতরাজরি কাছে এই আমানত (আদেশ-নষিধে পালনের দায়িত্ব) পশে করছেলাম। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং একে (বহন করতে) ভয় পলে। কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নশ্চয়ই সে বড় অন্যায়কারী, দারুণ অজ্ঞে।” [সূরা আহযাব: ৭২]

ইবনে কাসীর রাহমাহুল্লাহ ‘আমানত’ শব্দরে ব্যাখ্যায় সালাফের এক গুচ্ছ বক্তব্য উল্লেখ করার পরে বলছেন:

‘এই সকল মতের মাঝে কোনোটো বৈপরিত্য নহে। বরং এগুলো সমার্থক এবং সবগুলোর অর্থ হচ্ছে ‘দায়িত্ব’। তথা শরতসহ আদেশসমূহ ও নষিধেসমূহকে গ্রহণ করা। ব্যক্তি যদি এগুলো পালন করে তাহলে নকৌ লাভ করবে। আর যদি ছিড়ে দেয় তাহলে গুনাহগার হবে। মানুষ নজি দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও যুলুম সত্ত্বেও এই আমানত গ্রহণ করেছে। তবে যাকে আল্লাহ তওফিক প্রদান করছেন তার কথা ভাবুন। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী।’ [তাফসীরে ইবনে কাসীর (৬/৪৮৯) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম ইবনে জারীর ত্বাবারী রাহমাহুল্লাহ এই অর্থটি বাছাই করছেন। তিনি বলেন: ‘এই মতসমূহের মাঝে সঠিকতম মত হলো তাদের বক্তব্য যারা বলে: এখানে আমানত বলতে উদ্দেশ্য ধর্মীয় সকল আমানতের এবং মানুষদের আমানত। কারণ আল্লাহ



‘আমরা আমানত পশে করছেলাম’ বলার মাধ্যমে আমানতেরে কিছু অর্থকে নরিদষ্টি করনেরি যমেনটা আমরা ইতপূর্বে উল্লেখে করছি।’[তাফসীরে ত্বাবারী (১৯/২০৪-২০৫) থেকে সমাপ্ত]

কুরতুবী রাহমিহুল্লাহ বলেন: ‘সঠিকি মত অনুসারে আমানত দ্বীনরে সকল কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি অধিকাংশরে মত।’[তাফসীরে কুরতুবী (১৭/২৪৪) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“আর (মুমনি তারা) যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে।”[সূরা মুমিনীন: ৮]

শাইখ মুফাস্সরি মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শাঙ্কীত্বী রাহমিহুল্লাহ বলেন: ‘আল্লাহ যা কিছু আপনাকে সংরক্ষণ করার জন্য দিয়েছেন তা-ই আমানতেরে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন সকল কিছু আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রক্ষা করা, মানুষরে অধিকার রক্ষার য়ে আমানত দেওয়া হয়ছে সেটি সংরক্ষণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ...’

[আদ্বওয়াউল বায়ান (৫/৮৪৬) থেকে সমাপ্ত]

আমানতেরে বশিষে অর্থ:

আমানত রক্ষা, বনিষ্ট না করা কথিবা খয়োনত না করার নরিদশে হসিবে শরীয়তেরে বহু টেকেস্ট বর্ণতি হয়ছে। আলমে ও ফকীহদেরে বইপত্র এবং মানুষরে বচনে বশিষ্টটি প্রসদিধি লাভ করছে। সম্ভবতঃ আমানত সংক্রান্ত প্রশ্ন দ্বারা প্রশ্নকর্তা এটিই উদ্দেশ্য করছেন।

সে অনুসারে এর অর্থ হচ্ছে অন্যরে য়ে সমস্ত হক রক্ষা করা এবং হস্তান্তর করা মানুষরে উপর আবশ্যক তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

এর প্রসদিধি তনিটিরূপ রয়ছে:

প্রথম রূপ: লনেদনেরে চুক্তিরি মাধ্যমে সাব্যস্ত আর্থকি অধিকার। যমেন: আমানত, ঋণ, ভাড়া ইত্যাদি। অথবা কোনো চুক্তি ছাড়াও লব্ধ আর্থকি অধিকার। যমেন: লুক্বাতা (কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু) এবং জন-মানুষরে হারিয়ে যাওয়া বস্তু কোনো ব্যক্তিরি খুঁজে পাওয়া।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া আল-কুয়াইতিয়া (৬/২৩৬) গ্রন্থে বর্ণতি হয়ছে: ‘অনুসন্ধানরে মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় য়ে আমানতকে ফকীহরা দুটি অর্থে ব্যবহার করছেন:

এক: যা আমানতদারের কাছে পাওয়া যায় সেই অর্থে। সটো হয়ে থাকে:

ক- এমন চুক্তিতে যাতো আমানতই মূল উদ্দেশ্য। যমেন: সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত বস্তু। এটি ব্যক্তির কাছে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাখা হয়। এটি আমানতের চয়েও নরিদষ্টি। সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত সকল বস্তুই আমানত; কনিতু সকল আমানতই সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত বস্তু নয়।

খ- যো চুক্তিতে যাতো আমানত অনুগামী; মটৌলকি নয়। যমেন: ভাড়া দয়ো, ধার দয়ো, মুদারাবা, উকলি নযিক্তি, অংশীদারতিব ও বনধক রাখা।

গ- কনো লনেনেরে চুক্তি ছাড়াই যা হয়ে থাকে। যমেন: লুক্বাতা তথা কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু। অনুরূপভাবে বায়ুপ্রবাহ যদি কারো ঘরে তার প্রতবিশৌর সম্পদ উড়িয়ে এনে ফলে। এটিকে শরয়ি আমানত হিসেবে অভহিত করা হয়। [সমাপ্ত]

দ্বিতীয় রূপ: মানুষের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “কয়ামতের দিনি আল্লাহর কাছে সবচয়ে বড় আমানত খয়োনতকারী হচ্ছো এমন পুরুষ যো তার স্ত্রীর সাথে ঘনষিঠ হয়, স্ত্রীও তার সাথে ঘনষিঠ হয়; তারপর সো তার স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়কে ফাঁস করে দিয়ে।” [হাদীসটি মুসলিমি (১৪৩৭) বর্ণনা করেন]

জাবরে ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ব্যক্তি যদি কোন কথা বলার পর আশপাশে তাকায়, তাহলে সটো আমানত।” [হাদীসটি আবু দাউদ (৪৮৬৮) ও তরিমযী (১৯৫৯) বর্ণনা করেন এবং বলেন: হাদীসটি হাসান। শাইখ আলবানী ‘সলিসলিতুস সহীহাহ’ (৪৮৬৮) গ্রন্থে এটিকে সহহি বলে গণ্য করছেন]

তৃতীয় রূপ: দায়তিব এবং সরকারী-বসেরকারী পদবী: এটি এমন আমানত যা ন্যায় ও ইনসাফের সাথে আদায় করা ওয়াজবি। শাসকের পদ একটি আমানত। বচারকের পদ একটি আমানত। কনো সংস্থায় পরচালকের পদ একটি আমানত। পরিবারের দায়তিব একটি আমানত। এভাবে সকল দায়তিব ও পদবীর ক্ষত্রে বযিট প্রযোজ্য।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যখন আমানত বনিষ্ট হবো তখন কয়ামতের অপক্শা করো।” তিনি বলেন: “আমানত কীভাবে বনিষ্ট হবো?” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যখন অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে দায়তিব দেওয়া হবো, তখন কয়ামতের অপক্শা করো।” [হাদীসটি বুখারী (৬৪৯৬) বর্ণনা করেন]

আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: আমি বললাম: “হো আল্লাহর রাসূল! আমাকে কি কনো দায়তিবে

নথীকৃত করবনে না?” তিনি তার হাত দিয়ে আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন: “আবু যার! তুমি দুর্বল লোক। (নতৈত্বরে) দায়িত্ব একটি আমানত। এটুকুয়ামতরে দনি লাঞ্ছনা ও আফসোসরে বযিয় হব। কবেল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে এটাকে যথাযথভাবে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) গ্রহণ করে এবং তার করণীয় পালন করে (তার জন্য লাঞ্ছনা ও অনুতাপরে বযিয় হব না)।”[হাদীসটি মুসলমি (১৮২৫) বর্ণনা করেন]

দুই:

সাধারণ ও বিশেষ আমানতরে ক্ষেত্রে কর্তব্য হলো এগুলিকে শরীয়তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আদায় করা ও সংরক্ষণ করা। এগুলো বনিষ্ট করা ও খয়োনত করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলরে সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জনেশুনে নজিদরে আমানতসমূহরে খয়োনত করো না।”[সূরা আনফাল: ২৭]

তিনি আরো বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“আল্লাহ তোমাদরেকে নির্দেশে দিচ্ছে যনে তোমরা আমানতসমূহ সগেলোর প্রাপকদরেকে ফরিয়ি দাও।”[সূরা নসি: ৫৮]

আমানতরে খয়োনত করা নফিকরে অন্যতম আলামত। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “চারটি বশেষিট্য যার মাঝে পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফকি। আর যার মাঝে এর কোনোটো একটি পাওয়া যাবে তার মাঝে নফিকরে একটি বশেষিট্য রয়েছে; যতক্ষণ না সে সটে পরিত্যাগ করে: ১) তাকে আমানত দেওয়া হলে সে এর খয়োনত করে, ২) সে কথা বললে মথিয়া বলে, ৩) সে অঙ্গীকার করলে গাদ্দারী করে, ৪) সে বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল কথাবার্তা বলে।”[হাদীসটি বুখারী (৩৪) ও মুসলমি (৫৮) বর্ণনা করেন]

তনি:

আমানতরে খয়োনত করা বড় গুনাহসমূহরে অন্তর্ভুক্ত। এই গুনাহ ভয়াবহ হলেও এর থেকে তাওবাহ করার দরজা উন্মুক্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“(আমার এই কথা লোকদেরকে) বল দেও, “হে আমার বান্দারা, যারা নজিদের উপর বাড়াবাড়ি করছে! আল্লাহর রহমত থেকে নরাশ হয়ে না। আল্লাহ তো সব গুনাহ মাফ করে দেন। নশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।”[সূরা যুমার: ৫৩]

তিনি আরও বলেন:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং (তাদের) পাপসমূহ ক্ষমা করেন। আর তোমরা যা কিছু করো তিনি তা জানেন।”[সূরা শূরা: ২৫]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদতি হওয়ার আগে যে ব্যক্তি তাওবাহ করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।”[হাদীসটি মুসলিম (২৭০৩) বর্ণনা করেন]

খাঁটি বিশুদ্ধ তাওবাহ হচ্ছে দ্রুত পাপ পরিত্যাগ করা এবং এর জন্য অনুশোচনা করা। এছাড়াও পুনরায় পাপে ফরিতে না যাওয়ার সংকল্প করা।

এরপর পাপী ও আমানত বনিষ্টকারী ব্যক্তি দেখবে তার এই বনিষ্টকৃত আমানত আল্লাহর অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কনি। যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য তাওবা-ইস্‌তগেফার করার পাশাপাশি এটাও দেখা আবশ্যিক যে, তার এই বনিষ্টকৃত আমানতের ক্ষতপূরণের কোনো শরয়ী দায়িত্ব আছে কনি। যদি এমন কিছু থাকে থাকে তাহলে তাকে সঠি আদায় করতে হবে। যমেন: কাযা ও কাফ্ফারা।

যমেন: রমযান মাসে খাওয়ার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত রোযা ভঙে রোযার আমানত বনিষ্টকারী ব্যক্তি রোযা ভাঙার ক্ষতপূরণ হিসেবে তাওবাহ করার পাশাপাশি যে দিনগুলোতে রোযা ভঙেছে সেগুলো কাযা করবে। আর যদি সহবাসের মাধ্যমে সে রোযা ভঙে থাকে, তাহলে সে এর ক্ষতপূরণ হিসেবে কাফ্ফারা দবে। এভাবে শরয়ী অন্যান্য বিষয়গুলোতেও প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু যদি তার খয়োনতকৃত আমানত মানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে উপরে বর্ণিত তাওবাহর পাশাপাশি তাকে ঐ মানুষের কাছে তার অধিকার ফরিয়ে দিতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: “কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কারো সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, তাহলে সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ চয়ে নেয়, এমন দিন আসার আগে যেনি কোন দিনার ও দরিহাম কাজে আসবে না। যদি তার নকে আমল থাকে, তাহলে যুলুম অনুযায়ী তার কাছ থেকে সঠি নিওয়া হবে। আর যদি নকে আমল না থাকে, তাহলে মযলুমের গুনাহ থেকে কিছু নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।”[হাদীসটি বুখারী (২৪৪৯) বর্ণনা করেন]



ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহু তাআলা বলেন: ‘আলমেরা বলেন: সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজবি। যদি পাপ বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মাঝে হয়ে থাকে, কোনোটো মানুষের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা না থাকে, তাহলে এর তনিট শর্ত রয়েছে:

এক: পাপকাজটি ছেড়ে দেওয়া।

দুই: পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

তনি: ঐ পাপে আর কখনো ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা।

এই তনিটির কোনোটো একটো পাপে না গলে তার তাওবাহ বশিদ্ধ হবে না।

আর যদি কোনোটো মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে এর শর্ত চারটি: এই তনিটি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকারের দায় থেকে মুক্ত হওয়া। যদি সটো সম্পদ বা অনুরূপ কিছু হয়ে থাকে তাহলে তার কাছ সটো ফিরিয়ে দবি। যদি অপবাদের হদ (দণ্ড) বা অনুরূপ কিছু হয়ে থাকে তাহলে নিজের উপর ঐ ব্যক্তিকে সটো প্রয়োগ করার সুযোগ করে দবি অথবা তার কাছ ক্ষমা চাইবে। আর যদি গীবত হয়ে থাকে, তাহলে তার কাছ থেকে সটোর দায়মুক্তি নবি।’[রিয়াদুস সালাহীন থেকে সমাপ্ত (পৃ. ১৪)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।